হৃদয়সমূহের উপর গাউসে পাকের রাজত্ব

গিয়ারভী শরীফ ১৪৪৮ হিজরির

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

22 - September - 2026



মানুষের হৃদয়ে গড়িসে পাকের রাজত্ব

গিয়ারভী শরীফ ১৪৪৮ হিজরির সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দুরুদ শরীফের ফযিলত 4
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 4
গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলার কারণ 5
পরীক্ষা নিতে এসে নিজেরাই পরীক্ষায় পড়ে গেল 6
আল্লাহ ওয়ালাদের স্থান ও মর্যাদা 8
আল্লাহ ওয়ালাদের সামনে জ্ঞানের অহংকার 9
গাউসে পাকের অন্তরের উপর কর্তৃত্ব 11
অন্তর আমার হাতের মুঠোয় 12
কারো কি অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব অর্জিত হতে পারে...? 13
ফেরেশতাদের অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব 15
শয়তান ও মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা 16
দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণা 17
নূরানী মানুষ, নূরানী প্রভাব 18
দুশ্চরিত্র ছেলের তাওবা 19
আল্লাহ ওয়ালাদের পরিচয় 20
অন্তরকে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) থেকে মুক্ত করে দিলেন 23
অন্তরকে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) থেকে মুক্ত রাখুন! 24
যে যা চাইল, তা-ই দান করলেন 24
কাদেরী সিলসিলায় যুক্ত হওয়ার বরকতসমূহ 27
মুরিদ হয়ে যান! 27
বায়আতের বরকতসমূহ 28
বায়আতের পরিচয়, উপযোগিতা ও ফযিলত 29

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দুরুদ শরীফের ফযিলত

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوۡقُوۡفٌ بَیۡنَ السَّمَاءِ وَالۡاَرۡضِ لَا یَصۡعَدُ مِنۡہُ شَیۡءٌ حَتّٰی تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং ওখান থেকে কোনো জিনিস উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ না তোমরা স্বীয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দুরুদ শরীফ না পড়ো।

(তিরমিযী, ১/২৮, হাদিস: ৮৪৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব ❁ তিনি হাসানী ও হোসাইনী সৈয়্যদ ❁ তাঁর নাম:

আব্দুল কাদির এবং উপনাম: আবু মুহাম্মদ ۞ মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনকে জীবিতকারী) এবং গাউসুস সাকলাইন (অর্থাৎ জ্বিন ও ইনসানের গাউস বা সাহায্যকারী) তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি ۞ হুযুরে গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪৭০ হিজরিতে জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন ۞ ৯১ বছর এই দুনিয়াতে তাশরিফ রেখেছেন ۞ ৫৬১ হিজরিতে তিনি দুনিয়া থেকে পর্দা করেন।

গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দেশে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলা হয়, একইভাবে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঈসালে সাওয়াবের মাহফিলকে গিয়ারভী শরীফ বলা হয়। এটার কয়েকটি কারণ রয়েছে, যেমন ۞ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেসাল শরীফ হয়েছে ১১ রবিউল আখির, এজন্য তাকে গিয়ারভী ওয়ালা পীর বলা হয় ۞ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশের সিলসিলা ১১ প্রজন্মের মাধ্যমে ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছেছে **(যুবদাতুল আছার, পৃ: ৩৫-৩৬)** ۞ তাঁর শাজারায়ে তরীকত (অর্থাৎ তাঁর পীর সাহেব, এরপর তাঁর পীরের পীর, এরপর তাঁর পীর সাহেব এভাবে যে ধারাবাহিকতা রয়েছে, এই শাজারা শরীফও) ১১ সূত্রে গিয়ে মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, শে'রে খোদা, আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছেছে ۞ প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব জা'আল হক এ এটার আরও একটি ঈমান উদ্দীপক কারণ লিখেছেন। লিখেন: হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বারভী শরীফ অর্থাৎ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ শরীফ খুবই জাকজমকভাবে করতেন, একদিন রাসূলে পাক

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরিফ আনলেন আর বললেন: আব্দুল কাদির! তুমি বারভীকে স্মরণ করেছো, আমি তোমাকে গিয়ারভী দিচ্ছি। যেহেতু এটি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানকৃত, এজন্য সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত গোলামানে গাউসে আযম রবিউল আখিরে বিশেষত এবং এছাড়াও প্রতিমাসের ১১ তারিখে খুবই ভক্তি ও আগ্রহের সাথে গিয়ারভী শরীফের আয়োজন করে থাকেন। **(জা'আল হক, পৃ: ২২০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরীক্ষা নিতে এসে নিজেরাই পরীক্ষায় পড়ে গেল

বাহজাতুল আসরার শরীফ যেটা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জীবনীর উপর লেখা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সনদসম্পন্ন কিতাব। এতে রয়েছে- যখন গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, মানুষ তাঁর কাছে আসা-যাওয়া, তাঁর বয়ানাত শোনা ও নেককার হতে লাগল তো কিছু আলিমের সন্দেহ হলো, সুতরাং বাগদাদের ১০০জন বড় বড় আলিম যারা অনেক দক্ষ আলিম ও খুবই মেধাবী ছিলেন, তারা পরস্পর পরামর্শ করলেন এবং একশত (১০০) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে মাসআলা একত্রিত করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সকলে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কাছে গিয়ে মাসআলাগুলো জিজ্ঞাসা করবে যেন বোঝা যায় যে, তাঁর জ্ঞানের পরিধি কত। অতএব প্রত্যেকে অনেক প্রচেষ্টার পর নিজেদের কঠিন কঠিন মাসআলাগুলো বের করল এবং গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাহফিলে গিয়ে পৌঁছল।

www.dawateislami.net

হযরত শায়খ মুফাররাজা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমিও ওই পবিত্র মাহফিলে ছিলাম। যখন ওই ওলামায়ে কেরাম মাহফিলে এসে বসলেন তখন গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বীয় মাথা মুবারক ঝুকিয়ে নিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর বক্ষ মুবারক থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হলো আর তা ওইসব আলিমদের বক্ষের উপর দিয়ে ঘুরে গেল।

এখন আর কী! সেই আলো যে যে আলিমের বুকের ওপর দিয়ে অতিক্রম করল, তারা চরম বিস্ময়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেই সমস্ত আলিমরা তাঁদের জামার গ্রীবাদেশ ছিঁড়ে ফেললেন এবং খালি মাথায় গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছাকাছি এসে তাঁর পদযুগলে মাথা লুটিয়ে দিলেন! গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি রাসূলে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় বংশধর এবং তাঁরই আওলাদ তাঁদের ওপর তাঁর দয়া হলো। তিনি একে একে সবাইকে নিজ বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন: "তোমার প্রশ্ন ছিল এই এবং তার উত্তর হলো এই।" এভাবে একে একে সকল আলিমের প্রশ্নও তিনি নিজে বলে দিলেন এবং তার উত্তরও নিজে প্রদান করলেন!

হযরত মুফাররাজা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরবর্তীতে ওই আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তোমাদের কী হয়েছিল? বলল: যেইমাত্র আমরা মাহফিলে এসে বসে গেলাম, হঠাৎ এমন হলো যে আমরা সারা জীবন যেই জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, সমস্ত ইলম আমাদের বক্ষ থেকে উধাও হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পড়া-লেখাই করিনি। যখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদেরকে তাঁর বুকের সাথে লাগালেন তখন আমাদের ইলম পুনরায় ফিরে আসল। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৮৫)**

হেঁ পীরে পীরাঁ! গাউসে পাক
মাহবুবে সুবহাঁ! গাউসে পাক
মুশকিল হো আসাঁ! গাউসে পাক
হেঁ মীরে মেরাঁ! গাউসে পাক
ওলীয়োঁ কে সুলতাঁ! গাউসে পাক
ফারমাউ ইহসাঁ! গাউসে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ওয়ালাদের স্থান ও মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা শিখতে পায় তা হলো, কখনো নিজের ইলম ও যোগ্যতা দিয়ে কোনো নেককার লোকের পরীক্ষা নেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এরকম লোক ও এরকম বেয়াদবি থেকে হেফাযত করুক। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের যারা নেককার বান্দা হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের অনেক বড় একটি মর্যাদা থাকে, বুখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে: অর্থাৎ যবান হলো মাহবুবের আর ভাষা হলো رَبُّ الْعَالَمِيْن এর, আল্লাহ পাক বলেন: مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ যেই বান্দা আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা রাখে, আমি (رَبُّ الْعَالَمِيْن) তার সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।

(বুখারী, পৃ: ১৫৯৭, হাদিস: ৬৫০২)

!الله !الله কতই না কঠিন হুশিয়ারি! একটু ভেবে দেখুন তো! যার সাথে আল্লাহ পাক যুদ্ধের ঘোষণা দেন, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কীভাবে অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে? কখনোই বাঁচতে পারে না! তাই আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের (আল্লাহ ওয়ালাদের) শানে বেয়াদবি ও অবমাননা করা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ ওয়ালাদের সামনে জ্ঞানের অহংকার

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই একটি ঘটনা; তিনি বাগদাদ শরীফের জামেয়া নিযামীয়াতে পড়াশোনা করতেন। একদিন তিনি এবং তাঁর মাদ্রাসার দুই সহপাঠী ইবনে সাক্বা ও শায়খ আবদুল্লাহ তামীমী একত্রে 'গাউস' নামের এক বুযুর্গের দর্শনের (যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে বের হলেন। রাস্তায় চলতে চলতে: ইবনে সাক্বা বলল: "আমি ওই বুযুর্গকে এমন এক মাসআলা জিজ্ঞেস করব যে, তিনি তার উত্তর দিতে পারবেন না।" শায়খ আবদুল্লাহ তামীমী বললেন: "আমিও একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, দেখি তিনি কী জবাব দেন!" হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান তো আলাদা..! তিনি বললেন: "আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! আমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব না, বরং তাঁর যিয়ারতের বরকত হাসিল করব।"

এরপর এই তিনজন সেই বুযুর্গের দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি ইবনে সাক্বাকে দেখামাত্রই জালাল (অসন্তোষ) প্রকাশ করে বললেন: "হে ইবনে সাক্বা! তোমার ধ্বংস হোক! তুমি আমার কাছে এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছ যার উত্তর আমি দিতে পারব না? শোনো! সেই মাসআলাটি হলো এই এবং তার উত্তর হলো এই। নিঃসন্দেহে আমি তোমার ভেতরে কুফরের আগুন জ্বলতে দেখছি!" এরপর তিনি শায়খ আবদুল্লাহ তামীমীকে বললেন: "তুমি আমার জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে এসেছ? শোনো! তোমার প্রশ্ন হলো এই এবং তার উত্তর হলো এই। আর তোমার বেয়াদবির কারণে আমি দেখছি যে, দুনিয়া তোমার কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ তুমি পুরোপুরি দুনিয়ামুখী হয়ে পড়বে)।"

www.dawateislami.net

এরপর সেই বুযুর্গ হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দিকে ভালোবাসার নজরে তাকালেন এবং বললেন: "হে আব্দুল কাদের! তুমি আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করেছ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বাগদাদের মিম্বরে বসে বলছ:

قَدَمِیۡ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللهِ

(অর্থাৎ 'আমার এই পদযুগল সকল ওলীর ঘাড়ের ওপর)।"

(বাহজাতুল আসরার, যিকরু আখবারিল মাশায়িখি আনহু বিজালিকা, পৃ: ১৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই নেক বুযুর্গ যেমনটি বলেছিলেন, পরবর্তীতে ঠিক তেমনই ঘটেছিল: ইবনে সাক্বা: যে তার জ্ঞানের অহংকারে মত্ত ছিল, একসময় সে অমুসলিম (মুরতাদ) হয়ে ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। শায়খ আবদুল্লাহ তামীমী: যিনি তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছিলেন, তিনি পরবর্তীতে পুরো দুনিয়াদারিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ: আল্লাহ পাক তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পরবর্তীতে সেই সময়টিও আসে যখন তিনি বাগদাদের মিম্বরে সমাসীন হয়ে ঘোষণা করেন:

قَدَمِیۡ هٰذِهٖ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللهِ

(অর্থাৎ 'আমার এই পদযুগল সকল ওলীর ঘাড়ের ওপর।')।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর ওলী ও নেক বান্দাদের দরবারে উপস্থিত হলে আদব-কায়দা রক্ষা করা উচিত। এতে আল্লাহর রহমত অর্জিত হয়। দেখুন না...!! হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে আসা যাদুকরদের আল্লাহ পাক কেবল তাঁর (মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর) আদব রক্ষা করার কারণেই ঈমানের দৌলত

নসীব করেছিলেন। তারা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অনুমতি চেয়ে আরজ করেছিল:

قَالُوْا یٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِیَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِیْنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১১৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: (তারা) বলল, 'হে মূসা! হয়তো আপনি(নিক্ষেপ) করুন, নতুবা আমরাই নিক্ষেপকারী হবো।'

'তাফসীরে কুরতুবী'-তে লেখা রয়েছে: যাদুকররা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর আদব রক্ষা করেছিল এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজেদের যাদু প্রদর্শন করেনি। মহান আল্লাহ এই আদবের কারণেই তাদেরকে ঈমান ও হেদায়েতের নেয়ামত দান করেছেন। **(কুরতুবী, পারা: ৯, সূরা: আল-আ'রাফ, ১১৫ নম্বর আয়াতের পাদটীকা, অংশ: ৭, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৫৮)** অতএব, আল্লাহর ওলীদের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় আমাদের চরম আদব বজায় রাখা উচিত। আল্লাহর নেক বান্দাদের সামনে নিজেদের দু-চারখানা বই পড়ার ইলম বা জ্ঞান নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়, অন্যথায় এর কঠিন ক্ষতি হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের অন্তরের উপর কর্তৃত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম, ১০০ জন বিজ্ঞ আলেম হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। তিনি এক পলকে তাঁদের সবার অন্তরের ওপর নিজের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেন, সবার অন্তর থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নিলেন; অতঃপর দয়া ও অনুগ্রহ করে সবার জ্ঞান পুনরায় ফিরিয়েও দিলেন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহ পাক

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অন্তরের ওপর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব দান করেছেন তিনি যখন চান, যার অন্তরে চান কর্তৃত্ব করেন।

শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার চাচাজান হযরত আবু নাজীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমরা যতক্ষণ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমার চাচাজান অত্যন্ত আদবের সাথে, চুপচাপ তাঁর দিকে মনোযোগী হয়ে বসে ছিলেন। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমি চাচাজানকে জিজ্ঞেস করলাম: "কী কারণ যে আপনি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এত আদবের সাথে বসে ছিলেন?"

আমার চাচাজান বললেন: "আমি সেই মহান ব্যক্তিত্বকে কীভাবে সম্মান করব না, যাঁকে মহান আল্লাহ সমস্ত ওলীদের অন্তর ও তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেছেন?"

(বাহজাতুল আসরার, জিকরু ইতরামিল মাশাইখ... ইত্যাদি, পৃ: ৪৩৮-৪৩৯)

অন্তর আমার হাতের মুঠোয়

হযরত ওমর বাযযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদিন আমি হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অন্যদিনের ব্যতিক্রম হিসেবে পথে কেউ তাঁকে সালাম দিল না। আমি খুব অবাক হলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, অন্য সময় মসজিদে যাওয়ার পথে তো লোকজনের সালাম দেওয়ার জন্য ভিড় লেগে যেত, কিন্তু আজ কী হলো যে কেউ তাঁকে সালাম দিচ্ছে না? তিনি বলেন: আমার এতটুকু ভাবারই দেরি ছিল, হঠাৎ লোকজনের ভিড় ভেঙে পড়ল হুযুর

গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ কে সালাম দেওয়ার জন্য। দেখতে দেখতে এত বেশি ভিড় জমে গেল যে আমি তাঁর থেকে দূরে ছিটকে গেলাম। এই অবস্থা দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম: "আফসোস! এর চেয়ে তো এটাই ভালো ছিল যে মানুষ তাঁর দিকে মনোযোগ না দিত, অন্তত আমি তো তাঁর সান্নিধ্য পাচ্ছিলাম!" এতটুকু ভাবারই দেরি ছিল, গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ আমার দিকে তাকালেন এবং মুচকি হেসে বললেন: اَوَمَا عَلِمۡتَ اَنَّ قُلُوۡبَ النَّاسِ بِیَدِیۡ اِنۡ شِئۡتُ صَرَّفۡتُهَا عَنِّیۡ وَاِنۡ شِئۡتُ اَقۡبَلۡتُ بِهَا اِلَیَّ অর্থাৎ তুমি জানো না যে, মানুষের হৃদয় আমার আয়ত্বে রয়েছে, আমি চাইলে আমার দিকে ফিরিয়ে দিই এবং চাইলে নিজের দিকে মনোযোগী করে নিই। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৪৯)**

سُبۡحَانَ الله! কী শান আমার গাউসে পাকের...!!

কারো কি অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব অর্জিত হতে পারে...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর একটি পঙক্তির চরণ হলো:

বান্দা মাজবুর হে, খাতির পে হে কবজা তেরা

একবার এক আশিকে রাসূল আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর দরবারে চিঠি লিখে আরজ করলেন: "আপনার এই চরণে আপনি লিখেছেন যে, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন। এই চরণটি আমার কাছে ভুল মনে হয়। হাদিস শরীফে তো এসেছে যে, অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি যেদিকে চান অন্তরকে ঘুরিয়ে দেন। হাদিসে আল্লাহ পাককে مُقَلِّبَ الۡقُلُوۡب (অন্তর পরিবর্তনকারী) বলা হয়েছে। তাহলে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর ক্ষেত্রে কীভাবে বলা সম্ভব যে তিনি অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন?"

এরপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তর লিখলেন...!!

سُبْحَانَ الله! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানই আলাদা...! তিনি যখন কোনো ইলমী বা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন, তখন কুরআন ও হাদিসের আলোকে এমন চমৎকার দলিল পেশ করেন যে রুহ আনন্দিত হয়ে যায় এবং ঈমান সতেজ হয়ে ওঠে।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কী উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেন: اَلْحَق (অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ সত্য ও যথার্থ যে) মহান আল্লাহই মূলত مُقَلِّبَ الْقُلُوْب (অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী)। কেবল অন্তরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর প্রকৃত ও মূল কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকরই। কিন্তু (মনে রাখবেন!) না তাঁর শক্তি ও কুদরত সীমাবদ্ধ, আর না তাঁর দান ও অনুগ্রহের দ্বার বন্ধ...!! (অর্থাৎ আল্লাহ পাক এ ক্ষমতারও অধিকারী যে তিনি তাঁর নেক ও সালেহ বান্দাদেরকে, তাঁর ওলীদেরকে অন্তরের ওপর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব দান করতে পারেন)। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(পারা: ২৮, সূরা: হাশর, আয়াত: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের আয়ত্বে দিয়ে দেন যাকে চান।

জানা গেল, আল্লাহ পাক চাইলে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ❁ চোখের ওপর কর্তৃত্ব দান করেন ❁ কানের ওপর কর্তৃত্ব দান করেন ❁ হাত-পায়ের ওপর কর্তৃত্ব দান করেন ❁ দিল ও ব্রেইন (মন ও মস্তিষ্ক)-এর ওপর কর্তৃত্ব দান করেন ❁ হুঁশ ও অনুভূতির ওপর কর্তৃত্ব দান করেন ❁ না তাঁর কুদরতে কোনো কমতি আছে ❁ আর না তাঁর দানে কোনো সংকীর্ণতা রয়েছে।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২১, পৃ: ৩৭৯-৩৮০ (সংক্ষেপিত)

ফেরেশতাদের অন্তরের ওপর কর্তৃত্ব

এরপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন: ফেরেশতারা কি অন্তরে ভালো ইচ্ছা বা চিন্তা জাগিয়ে তোলেন না? খারাপ ইচ্ছা থেকে কি অন্তরকে ফিরিয়ে রাখেন না...? অবশ্যই, আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ফেরেশতারা অন্তরে নেক চিন্তা বা সংকল্প দান করেন এবং মন্দ বিষয় থেকে অন্তরকে ফিরিয়েও রাখেন।

হাদিস শরীফে এসেছে: একবার রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পথ দিয়ে তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ কে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা কি এদিক দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেখেছ?" তাঁরা আরজ করলেন: "জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দাহিয়া কালবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাত্রই এদিক দিয়ে গেছেন।" রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তিনি দাহিয়া কালবী ছিলেন না, বরং জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন, যিনি অমুসলিমদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে এসেছিলেন।"

এ থেকে বোঝা গেল; আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের এই ক্ষমতা দান করেন যে তাঁরা বান্দাদের অন্তরের ওপর আধ্যাত্মিক প্রভাব বা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারেন তাঁদের অন্তরে ভয়ভীতিও সঞ্চার করেন, আবার আনন্দের অনুভূতিও জাগিয়ে তোলেন। আল্লাহ পাক যদি ফেরেশতাদেরকে এই শক্তি ও ক্ষমতা দান করতে পারেন, তবে তাঁর প্রিয় নেক বান্দাদেরকে কেন এই শক্তি দান করতে পারবেন না...? অবশ্যই দান করতে পারেন এবং দান করেও থাকেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২১, পৃ: ৩৮০-৩৮১ (সংক্ষেপিত)**

শয়তান ও মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: ❁ ফেরেশতাদের শান তো অনেক উঁচু, কুরআন পড়ো! তো বুঝতে পারবে যে, শয়তানকেও হৃদয়ের আয়ত্ব দান করা হয়েছে। কুরআনে কারীমের সবচেয়ে শেষ ২টি আয়াত:

الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(পারা: ৩০, সূরা: নাস আয়াত: ৫, ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যে মানুষের অন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, জ্বীন ও মানুষ।

বুঝা গেল, শয়তান এবং মন্দ মানুষ এরা উভয়ই মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) ঢেলে দেয়। মাঝে মাঝে আমাদের সাথে এমনটি ঘটে: ❁ বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অযু করি, জায়নামায বিছাই, নফল নামায পড়তে শুরু করি এবং মনে ইচ্ছা জাগে আজ সারা রাত নফল পড়ব ❁ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে বসি, মনে ইচ্ছা হয় আজ অন্তত ৫ পারা তিলাওয়াত করেই উঠব ❁ তাসবীহ হাতে নিয়ে বসি, সংকল্প থাকে আজ ৫ হাজার বার দরূদ পাঠ করব। কিন্তু খুব দ্রুতই এই আবেগ ও উদ্দীপনা শেষ হতে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে অন্যান্য কাজ মনে পড়তে থাকে, অন্তরে নানান চিন্তাভাবনা আসে: ❁ আজ থাক, কেবল ১০ রাকাত নফল পড়ে নিই ❁ মাত্র আধা পারা তিলাওয়াতই তো যথেষ্ট ❁ ৫০০ বার দরূদ শরীফ পাঠেরও অনেক ফযিলত, আজ এতটুকুই পড়ে নিই। এভাবে একের পর এক চিন্তা আসতে থাকে, আবেগ-উদ্দীপনা কমতে থাকে এবং আমরা যা ভেবেছিলাম, ততটুকু ইবাদত আর করতে পারি না। আসলে কেন এমন হয়, আমাদের মন কেন এভাবে ঘুরে যায়? শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় বলে।

শয়তান, যে অভিশপ্ত ও আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত, যার গলায় অভিশাপের মালা পরানো হয়েছে সে যদি মানুষের অন্তরে এতটুকু প্রভাব ও কর্তৃত্ব রাখতে পারে এবং মনকে ঘুরিয়ে দিতে পারে, তবে আল্লাহর নেককার বান্দারা কি এতটুকু ক্ষমতাও পেতে পারেন না যে, তাঁরা মানুষের মনকে গুনাহ থেকে ফেরাতে পারেন এবং নেক কাজের দিকে ধাবিত করতে পারেন...? **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ২১, পৃ: ৩৮১-৩৮৩ (সারসংক্ষেপ)**

দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণা

এরপর এটা দেখুন! আল্লাহ পাক বলেন:

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "জ্বীন ও মানুষ।"
(পারা: ৩০, সূরা: নাস, আয়াত: ৬)

অর্থাৎ মানুষের অন্তরে কেবল শয়তানই কুমন্ত্রণা দেয় না, মন্দ মানুষেরাও তা দেয়: মাঝেমধ্যে আমাদের অন্তরে নিজের ভাইয়ের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকে; কিন্তু এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে গীবত ও চোগলখুরী (পরনিন্দা ও পরচর্চা) করে সেই ভালোবাসাকে ঘৃণায় পরিণত করে দেয়। কখনো পরিবারে বা ঘরে ঝগড়া বিবাদ হলে, আল্লাহ পাক যদি আমাদের তাওফিক দান করেন এবং আমরা মীমাংসার দিকে পা বাড়াই, তখন ভালোবাসার ডাকাত (কুচক্রী মানুষ) চলে আসে। তারা মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে আমাদের ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে। কোনো বান্দা বেশ ভালোভাবে ঘর থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়; কিন্তু পথে কোনো মন্দ বন্ধুর সাথে দেখা হলে সে তাকে মসজিদ থেকে ঘুরিয়ে বাজারের দিকে নিয়ে যায়।

এ থেকে বোঝা গেল; এই মন্দ মানুষগুলোও অন্তরের ওপর প্রভাব ফেলে, মনকে ভালো কাজ থেকে সরিয়ে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। মন্দ মানুষকে যদি এই প্রভাব বিস্তারের শক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর ওলীদের সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তাঁরা অন্তরের ওপর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব রাখেন এবং নিজেদের কৃপাদৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পাপাচার থেকে সরিয়ে নেক কাজের দিকে ধাবিত করেন তবে এতে আপত্তির কী থাকতে পারে...?

নূরানী মানুষ, নূরানী প্রভাব

হাদিস শরীফে এসেছে: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে প্রশ্ন করা হলো: "ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ওলী কারা?" তিনি বললেন: "যাঁদের দেখলে মহান রবের কথা স্মরণ হয়, তাঁরাই ওলী। **(নাওয়াদিরুল উসূল, খণ্ড: ১, পৃ: ৩০২)** অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে: আরজ করা হলো: "সর্বোত্তম সঙ্গী (যার পাশে বসা উচিত) কে?" তিনি বললেন: "সেই সকল ব্যক্তি, যাঁদের দেখলে রবের কথা মনে পড়ে, যাঁদের কথা শুনলে আমলের আগ্রহ বাড়ে এবং যাঁদের আমল দেখলে আখিরাতের স্মরণ বৃদ্ধি পায়।"

(নাওয়াদিরুল উসূল, খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৩)

ইমাম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: আল্লাহ পাকের যিনি ওলী হন ❁ আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দেন ❁ তাঁর দৃষ্টি থেকে সেই নূর ঝলক দিতে থাকে ❁ তিনি যখন কথা বলেন, তাঁর যবান থেকে নূর প্রকাশিত হয় ❁ তিনি যখন কোনো আমল করেন, তাঁর আমল থেকে সেই নূর প্রতিফলিত হতে থাকে। এই কারণেই আল্লাহর ওলীকে দর্শন করলে অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যায় ❁ অন্তর থেকে

উদাসীনতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যায় ❁ মহান রবের স্মরণ অন্তরে গেঁথে যায়। যখন আমরা আল্লাহর ওলীর কথা শুনি, তখন তাঁর যবানের মাধ্যমে অন্তরের যে নূর প্রতিফলিত হয়, তা আমাদের অন্তরে গিয়ে প্রভাব ফেলে এবং অন্তরের জং ও ময়লা দূর করে মনকে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে দেয়। **(নাওয়াদিরুল উসূল, খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৩-৩০৬ (সারসংক্ষেপ)**

জানা গেল, আল্লাহর ওলীদের যে নূর বা জ্যোতি দান করা হয়, সেই নূরের মাধ্যমেই তাঁরা মানুষের অন্তরের ওপর শাসন ও রাজত্ব পরিচালনা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পীর, পীরদের পীর, পীরে দস্তগীর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কেবল একজন ওলীই নন, বরং সমস্ত ওলীদের সরদার; তাঁকেও অন্তরের ওপর এমন আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব দান করা হয়েছে। অন্তরের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব কেমন ছিল? শুনুন!

দুশ্চরিত্র ছেলের তাওবা

হযরত আবুল হাসান কাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: একদিন আমি এবং আমার সাথে আরও অনেক লোক হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যিয়ারতের (সাক্ষাৎ) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা সবাই নিজেদের সমস্যা ও পেরেশানীর সমাধানের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। পথিমধ্যে আরও কিছু লোক আমাদের সাথে যোগ দিল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল, আমি তাকে চিনতাম। সে খুবই খারাপ চরিত্রের অধিকারী ছিল এবং বেশিরভাগ সময় নাপাক (অপবিত্র) থাকত। যাই হোক! আমরা সবাই গাউসিয়্যতের দরবারের দিকে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘটনাক্রমে পথিমধ্যেই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে

www.dawateislami.net

আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমরা সবাই এগিয়ে গিয়ে সালাম করলাম এবং একে একে তাঁর পবিত্র হাতে চুম্বন করতে লাগলাম। সেই ছেলেটি, যার চরিত্র ভালো ছিল না, সে যখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাতে চুম্বন করার জন্য এগিয়ে গেল, তখন হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পবিত্র হাতটি সরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি একনজর সেই ছেলেটির দিকে তাকালেন। সরকারে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র দৃষ্টির তেজ সহ্য করতে না পেরে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরল, সে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের বদ-স্বভাব ও খারাপ কাজ থেকে তাওবা করল। এরপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার সাথে হাত মেলালেন (মুসাফাহা করলেন)। **(কালায়িদুল জাওয়াহির, পৃ: ৩২ (সারসংক্ষেপ)**

হেঁ পীরে পীরাঁ! গাউসে পাক
মাহবুবে সুবহাঁ! গাউসে পাক
মুশকিল হো আসাঁ! গাউসে পাক
হেঁ মেরে মিরাঁ! গাউসে পাক
ওলীউঁ কে সুলতাঁ! গাউসে পাক
ফরমাউ ইহসাঁ! গাউসে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ওয়ালাদের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হাদিস শরীফ শুনলাম, আল্লাহর ওলী কে? আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানিয়েছেন যে, আল্লাহর ওলী হলেন তিনি, যাঁকে দেখলে রবের কথা মনে পড়ে, যার কথা শুনলে আমলের আগ্রহ বাড়ে এবং যার আমল দেখলে আখিরাতের কথা বেশি করে মনে

পড়ে। এই ৩টি নিদর্শন আমাদের অন্তরে গেঁথে নেওয়া উচিত। কারণ এমন অনেকেই রয়েছে, যারা আল্লাহর মুহাব্বতের বড় বড় দাবি তো করে, নিজেদের মতো করে অনেক বড় ওলী সেজে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু তাদের অবস্থা এমন হয় যে: তাঁদের দেখলে রবের কথা মনে পড়া তো দূরের কথা, উল্টো গাফিলতি (উদাসীনতা) বৃদ্ধি পায়, তাঁদের কথাবার্তা শুনলে মন মৃত হয়ে যায়, তাঁদের কাজ-কর্ম এমন যে খোদাভীরু মানুষ কানে হাত দিয়ে তাওবা তাওবা করবে...!! তারা আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করার মতো কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না, তারা নামায কাযা করে, রোযা রাখে না, সদকা-খয়রাত করে না, মহিলাদের মতো লম্বা লম্বা চুল রাখে, বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য, যেমন: ভাং ইত্যাদির আড্ডা জমায় এবং তাদের দাবি হলো: "আমরা প্রেমের লোক! আল্লাহর প্রতি আমাদের মুহাব্বত রয়েছে।"

তাদের যদি নেক কাজের দাওয়াত দেওয়া হয়, নামায পড়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, গুনাহ ত্যাগ করার এবং রবকে অসন্তুষ্ট করার মতো কাজ বর্জন করার আহ্বান জানানো হয়, তবে তারা চরম সাহসের সাথে বলে: "মিয়াঁ! নামায তোমরা পড়ো! আমরা তো (আল্লাহ পর্যন্ত) পৌঁছে গেছি।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه!

আল্লাহর মুহাব্বতের দাবি...! কাজ আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করার মতো, আর তার ওপর এমন মূর্খতাপূর্ণ দুঃসাহস...!! নামায তো আল্লাহ পাকের দরবারে হাজিরা দেওয়া, নামায যেন আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করা; নামাযী ব্যক্তি নামায পড়ার মাধ্যমে যেন আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের আকুতি পেশ করে থাকে। এমন কি কোনো প্রেমিক আছে, যে তার

প্রেমাস্পদ বা প্রিয়জনের সাথে দেখা করা পছন্দ করে না? যখন প্রিয়জনের সাথে দেখা করার সময় আসে, তখন সে বলে: "আমি তো পৌঁছে গেছি, প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজন আমার নেই"? হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যই বলেছেন যে: "হ্যাঁ! সে পৌঁছে গেছে, তবে কোথায়? জাহান্নামে।" **(আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, অংশ: ১, পৃ: ২০৬)** আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿۹۹﴾

(পারা: ১৪, সূরা: হিজর, আয়াত: ৯৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর স্বীয় রবের ইবাদত করতে থাকো এই পর্যন্ত যে তোমার মৃত্যু হয়।

জানা গেল, কেউ যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, যতক্ষণ তিনি জীবিত আছেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি সুস্থ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত থেকে রেহাই বা মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাকি রইল এরকম মূর্খদের আল্লাহর মুহাব্বতের দাবি করার বিষয় এর জবাবে বহু সূফীয়ানে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ "মুহাব্বতে ইলাহী" (আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা)-র সংজ্ঞাই দিয়েছেন এভাবে: مُوَاطَاَةُ الْقَلْبِ لِمُرَادَاتِ الرَّبِّ "আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার সামনে নিজের অন্তরকে বিছিয়ে দেওয়া (সম্পূর্ণ সমর্পণ করা)।" **(রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা, পৃ: ৩৫০)**

এটাই হলো আল্লাহর প্রকৃত মুহাব্বত..! বুঝা গেল, যে বান্দা নিজেকে আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কাজের সামনে এবং তাঁর ইচ্ছার সামনে ঝুঁকিয়ে দেয় না, সে এখনো আল্লাহর মুহাব্বতের 'ম' বর্ণ পর্যন্তও পৌঁছাতে পারেনি। এমন মূর্খরা কখনোই ওলী হতে পারে না; বরং এরা দ্বীনের শত্রু, সস্তা খ্যাতির লোভী এবং আল্লাহর

www.dawateislami.net

বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া ব্যক্তি। আমাদের সবার জন্য অপরিহার্য হলো, আমরা যেন এই ধরনের ভণ্ড ও প্রতারকদের থেকে সর্বদা দূরে থাকি এবং নিজেদের ঈমান রক্ষার চিন্তা করি। আল্লাহ পাক আমাদের সঠিক ও ভুলের সত্য চেনার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অন্তরকে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) থেকে মুক্ত করে দিলেন

হযরত শায়খ আবু সালেহ মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার পীর ও মুর্শিদের নির্দেশে ‘ফাকর’ (আল্লাহ ছাড়া সব কিছু থেকে অনীহা ও স্বাবলম্বিতা)-এর শিক্ষা অর্জনের জন্য গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলাম।

এক দিন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "হে আবু সালেহ! তুমি যদি ফাকর অর্জন করতে চাও, তবে মাধ্যম বা উসিলা ছাড়া তা অর্জন করতে পারবে না। মনে রেখো! ফাকর অর্জনের মাধ্যম হলো তাওহীদ, আর তাওহীদের মূলকথা হলো অন্তর থেকে আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য সবার ভয় ও আশঙ্কা মুছে ফেলা এবং অন্তরকে (গাইরুল্লাহর ভয়, দুনিয়ার মুহাব্বত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে) পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে ফেলা।"

আমি আরজ করলাম: "হুযুর! আপনিই আমাকে এই গুণটি দান করুন।" এই কথা শুনে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি দান করলেন। সাথে সাথে আমার অন্তর থেকে এই অবস্থা (অর্থাৎ গাইরুল্লাহর ওপর ভরসা, দুনিয়ার মুহাব্বত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ)

এমনভাবে দূর হয়ে গেল, যেমনটি দিন আসার সাথে সাথে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। **(বাহজাতুল আসরার, জিকরু ফুসুলিম মিন কালামিহি... ইত্যাদি, পৃ: ১০৫ (সারসংক্ষেপ)**

অন্তরকে গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) থেকে মুক্ত রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় একদিকে যেমন এই উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্তরের ওপর শাসন ও কর্তৃত্ব রাখেন আর সেই কর্তৃত্বও কেমন...? কেবল একটি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ খালি করে দিলেন, আর এমনভাবে খালি করলেন যে সারাজীবনেও সেই মন আর কখনো গাইরুল্লাহর দিকে ধাবিত হলো না...!! অন্যদিকে এই ঘটনায় আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা রয়েছে। আমরা যদি উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে চাই, আল্লাহ পাকের দরবারে নৈকট্য লাভ করতে চাই এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হই, তবে তার জন্য অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত করতে হবে। দুনিয়ার মুহাব্বত ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অন্তর থেকে দূর করতে হবে; তবেই অন্তরে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত সৃষ্টি হবে এবং রবের স্মরণ অন্তরে গেঁথে যাবে। আমাদেরও এই চেষ্টা করা উচিত মনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে মহান আল্লাহ পাকের যিকিরে নিমগ্ন করে দেওয়া উচিত।

যে যা চাইল, তা-ই দান করলেন

শায়খ মুহাম্মদ বিন মাহফুজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার অনেক পীর ও বুযুর্গ সরকারে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আপনারা নিজ নিজ চাহিদার কথা বলুন; যার যা প্রয়োজন, সে তা-ই পাবে।"

উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে সবাই নিজের প্রয়োজন ও আরজি পেশ করতে শুরু করলেন: কেউ আরজ করলেন: "আমি মুজাহাদা (নেক কাজের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানোর) শক্তি চাই।" কেউ আরজ করলেন: "আমি খোদাভীতির প্রত্যাশী।" কেউ আরজ করলেন: "আমি নিজের সময়কে সুরক্ষিত রাখতে (অর্থাৎ সর্বদা যিকিরুল্লাহতে মশগুল থাকতে) চাই।" কেউ আরজ করলেন: "আমি জ্ঞানে বৃদ্ধি চাই।" শায়খ খলিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরজ করলেন: "আমি 'কুতুব' হতে চাই।" শায়খ আবুল বারাকাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরজ করলেন: "আমি আল্লাহ পাকের মুহাব্বতে ব্যাপক বৃদ্ধি চাই।" শায়খ আবুল ফুতুহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরজ করলেন: "আমি কুরআন মাজীদ ও হাদিসে রাসূলের হাফিয হতে চাই।"

এভাবে সবাই যার যার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। যখন সবার আরজ শেষ হলো, তখন সরকারে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, "আমরা সবার প্রয়োজনে সবাইকে সাহায্য করব।"

শায়খ আবুল খায়ের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, "আল্লাহ পাকের কসম! সেই মজলিসে যে যা চেয়েছিল, সে তা-ই পেয়েছিল।" শায়খ হযরমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি পবিত্র কুরআন হিফয করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, আল্লাহ পাক তাকে তাওফিক দান করলেন এবং তিনি মাত্র ৬ মাসে সম্পূর্ণ কুরআনে কারীম হিফয করে ফেললেন। অনুরূপভাবে, শায়খ জামিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি আরজ করেছিলেন যে তিনি নিজের সময়কে সুরক্ষিত রাখতে চান (অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকিরে মশগুল থাকতে চান) তিনি এমন এক মর্যাদায় পৌঁছালেন যে সর্বদা তাসবীহ হাতে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকতেন।

শায়খ মুহাম্মদ বিন মাহফুজ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ, যিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমার মনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা বা খেয়াল আসত, কিন্তু আমি সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারতাম না যে কোনটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসছে আর কোনটি আসছে না। তাই আমি আরজ করলাম: হুযুর! আমাকে এমন মারিফাত বা প্রজ্ঞা দান করুন যেন আমি অন্তরের সংকল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি; আমি যেন বুঝতে পারি কোনটি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর কোনটি নয়। আমার আরজি শুনে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আমার বুকে হাত রাখলেন। এতে আমার অন্তরে একটি নূর চমকে উঠল, যা আজ পর্যন্ত চমকাচ্ছে। এর বরকতেই আমি অন্তরের চিন্তা ও সংকল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।"

(বাহজাতুল আসরার, যিকরু ফুসুলিম মিন কালামিহি... ইত্যাদি, পৃ: ৬৬-৬৮, সংক্ষেপিত)

سُبۡحَانَ اللهِ! অন্তরসমূহের উপর কিরকম রাজত্ব, কী অসাধারণ ক্ষমতা, একবার হাত মুবারক রাখলেন, হৃদয়ে এমন এক নূর চমকিয়ে দিল যে, সারা জীবনের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম হয়ে গেল।

হেঁ পীরে পীরাঁ! গাউসে পাক
মাহবুবে সুবহাঁ! গাউসে পাক
মুশকিল হো আসাঁ! গাউসে পাক
হেঁ মেরে মিরাঁ! গাউসে পাক
ওলীউঁ কে সুলতাঁ! গাউসে পাক
ফরমাউ ইহসাঁ! গাউসে পাক

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাদেরী সিলসিলায় যুক্ত হওয়ার বরকতসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه মহান আল্লাহ পাক হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর সাথে সম্পর্ক ও অনুসারী হওয়া অত্যন্ত বরকত ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর মুরিদদের জন্য এই বিষয়ের যামিন (যিম্মাদার) যে, তাঁদের কেউ তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না। আর তাঁকে এই ফযিলত ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর মুরিদ এবং সাত পুরুষ পর্যন্ত তাঁর মুরিদদের মুরিদগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(বাহজাতুল আসরার, যিকর ফাজল আসহাবিহি... ইত্যাদি, পৃ: ১৯১)

মুরিদ হয়ে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি যদি এখনও উপযুক্ত ও শরীয়তের শর্তপূরণকারী কোনো পীরের কাছে বায়আত গ্রহণ না করে থাকেন, তবে পরামর্শ হলো আপনি কাদেরী সিলসিলায় মুরিদ হয়ে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে নিজের সম্পর্ক যুক্ত করে নিন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ায় এর অসংখ্য বরকত দেখতে পাবেন। মনে রাখবেন! মুরিদ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ কারীম ৬ষ্ঠ পারা, সূরা: মায়িদার ৩৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

(পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ৩৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো।

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: প্রতিটি জিনিস খোঁজার জন্য আলাদা দরজা রয়েছে, প্রতিটি পণ্য অনুসন্ধানের জন্য আলাদা বাজার ও দোকান রয়েছে; সেই জিনিসটি খোঁজার জন্য ঐসব দরজা, দোকান ও বাজারে যেতে হয়। আল্লাহ পাককে খোঁজো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে, আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খোঁজো আউলিয়ায়ে কেরামের দরবারে। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ৩৫-এর অধীনে, খণ্ড: ৬, পৃ: ৪০২ (সংক্ষেপিত)**

তিনি আরও বলেন: এই আয়াতে তাকওয়ার পর উসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, কোনো পরহেযগার ব্যক্তি তাকওয়ার যেকোনো স্তরে পৌঁছাক না কেন, সে ওসিলা থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। সুতরাং কোনো পরহেযগার মুসলমান যেন এমনটা মনে না করে যে, "আমি তো পরহেযগার হয়ে গেছি, এখন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার আর কোনো উসিলার প্রয়োজন নেই।" যেমন প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি নেক আমল ও তাকওয়ার মুখাপেক্ষী, ঠিক তেমনি প্রতিটি মুমিন পরহেযগার ব্যক্তি ওসিলার মুখাপেক্ষী। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৬, সূরা: মায়িদা, আয়াত: ৩৫-এর অধীনে, খণ্ড: ৬, পৃ: ৩৯৪ (সংক্ষেপিত)**

বায়আতের বরকতসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোনো পীরে কামেলের হাতে মুরিদ হওয়ার অনেক বরকত ও উপকার রয়েছে। যেমন, ঈমানের হেফাযত নসীব হয় ❁ নামায ও রোযার পাবন্দি (নিয়মিতকরণ) অর্জিত হয় ❁ হালাল ও হারামের পরিচয় মেলে ❁ মুসলমানদের সম্মান ও ঈমানী অনুভূতির চেতনা জাগে ❁ শয়তান থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় ❁ অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ এবং কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ তৈরি হয় ❁ অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা

তৈরি হয় ✿ গুনাহ থেকে তাওবা করার তাওফিক মেলে ✿ দ্বীনি ও দুনিয়াবী দুশ্চিন্তা দূর হয় ✿ মানুষের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার সুন্দর হয়।

এখন শুনুন...!! আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বায়আত গ্রহণ করে মানুষ কী কী উপকার ও বরকত লাভ করেছে: ✿ আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরিদ হয়ে লাখ লাখ বেনামাযী নামাযী হয়ে গেছে, এমনকি নামায পড়ানোর জন্য ইমাম পর্যন্ত হয়ে গেছে ✿ হাফেয হয়েছে ✿ হাজার হাজার লোক আলিম হয়েছে ✿ মুফতি হয়েছে ✿ ঘরে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে উঠেছে ✿ সুন্নাতী দাড়ি রাখার তাওফিক হয়েছে ✿ মাথায় টুপি ও পাগড়ি শোভা পেয়েছে ✿ মদীনার ভালোবাসা নসীব হয়েছে ✿ হজ্ব করার আগ্রহ জন্মেছে এবং অনেকে হাজ্বী হয়েছে ✿ না'ত পড়ার ও না'ত শোনার স্পৃহা ও আগ্রহ তৈরি হয়েছে ✿ ইশকে রাসূল (রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা) অর্জিত হয়েছে ✿ গাউসে পাক ও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সঠিক পরিচয় লাভ হয়েছে। এভাবে চিন্তা করলে এমন শত শত উদাহরণ পাওয়া যাবে, যা আমীরে আহলে সুন্নাতের মুরিদ হওয়ার বরকতে অর্জিত হয়েছে। এক কথায়, মুরিদ হওয়ার বরকতে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হয়ে যায়।

বায়আতের পরিচয়, উপযোগিতা ও ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া অত্যন্ত বরকতময় একটি সিলসিলা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-ও কাদেরী সিলসিলায় বায়আতপ্রাপ্ত, সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -ও কাদেরী সিলসিলায় বায়আতপ্রাপ্ত ছিলেন। এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه,

তরিকতের বাকি যত সিলসিলা রয়েছে যেমন: সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া, সিলসিলায়ে সোহরাওয়ার্দিয়া, সিলসিলায়ে চিশতিয়া এই সবগুলোতেও গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই ফয়েয ও বরকত পৌঁছে থাকে। সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার প্রবর্তক হলেন, শাহানশাহে বাগদাদ সায়্যিদী গাউসে পাক শায়খ আবদুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ । আর এই সিলসিলা اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, শাহানশাহে বেলায়ত হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে যুক্ত এবং তাঁর মাধ্যমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌঁছেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। আসুন! গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কিছু ঈমানদীপ্ত ঝলক লক্ষ্য করি:

(১) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লেখা কাব্য সংকলন ‘ওয়াসায়িলে বখশিশ’ ও ‘ওয়াসায়িলে ফেরদাউস’ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার স্পষ্ট প্রমাণ। যেখানে তিনি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে এবং তাঁর দরবারে আরজি (ইস্তিগাসা) জানিয়ে প্রায় ১৩টি কবিতা লিখেছেন, যার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০৭টি। এছাড়া প্রায় ১০৫টি 'গাউসিয়া স্লোগান'ও রচনা করেছেন। তিনি গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী নিয়ে ৩টি পুস্তিকা রচনা করেছেন: (১): মুন্নার লাশ (পৃ: ১৮) (২): জ্বীনের বাদশাহ (পৃ: ২০) (৩): সাঁপের বেশে জ্বীন (পৃ: ২৮)

(২) তিনি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিবার, বংশধর, তাঁর রওযা শরীফ, গম্বুজ ও মিনার, তাঁর শহর এক কথায় গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কিত ও নিসবতযুক্ত প্রতিটি জিনিসকে অত্যন্ত

ভালোবাসেন। গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বংশধরেরাও তাঁকে অনেক ভালোবাসেন। সিরিয়া থেকে আগত একজন আলিম, যিনি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বংশধর ছিলেন, তাঁর কাছে যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ কে এতটা ভালোবাসার কারণ জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন: "মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ অসংখ্য মানুষকে গাউসে পাক শায়খ আবদুল কাদির জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আঁচলের সাথে যুক্ত করেছেন এবং কাদেরী সিলসিলাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাই আমরা তাঁকে এত ভালোবাসি।"

(৩) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাতের তরবিয়্যতের বরকতে বড় গিয়ারভী শরীফের রাতে দেশ-বিদেশে 'ইজতিমায়ে গাউসিয়া'-র আয়োজন করা হয়। যেখানে কখনো 'শানে গাউসে আযম', কখনো 'সীরাতে গাউসে আযম', কখনো 'খানদানে গাউসে আযম', আবার কখনো 'কিরদারে গাউসে আযম' ইত্যাদি বিষয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মানক্বাবাত পরিবেশন করা হয়। তিনি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর গিয়ারভী শরীফের রাতে আশিকে রাসূলদের বাগদাদী প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করার তাগিদ দেন। এই বাগদাদী প্রেসক্রিপশনটি কী? আসুন! সে সম্পর্কেও জেনে নিই:

রবিউস সানী মাসের ১১তম রাতে সারা বছর যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষার নিয়তে সরকারে গাউসে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ১১টি নাম (আগে-পরে ১১ বার দরূদ শরীফসহ) পড়ে ১১টি খেজুরের ওপর ফুঁ দিয়ে সেই রাতেই খেয়ে নিন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সারা বছর সকল বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষা মিলবে। ১১টি নাম নিম্নরূপ:

(১):سیّدمُحْیُ الدِّیْن سلطان(২):مُحْیُ الدِّین قطب(৩):مُحْیُ الدِّین خواجه

(৪):مُحْیُ الدِّین مخدوم(৫):مُحْیُ الدِّین ولی(৬):مُحْیُ الدِّین بادشاه

(৭):مُحْیُ الدِّین شیخ(৮):مُحْیُ الدِّین مَوْلٰنا(৯):مُحْیُ الدِّین غوث

(১০):مُحْیُ الدِّین خلیل(১১):مُحْیُ الدِّین

(জ্বীনদের বাদশাহ: পৃ: ১৮)

আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ও তাঁর সদকায় হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্যিকার গোলামী নসীব করুক এবং আমাদের ঈমান সহকারে মৃত্যু নসীব করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net